গাজী নজরুলকে সরানোর ‘বিনা পয়সার’ বুদ্ধি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কৃত সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে একটি সংসদীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার মধ্যে হাস্যরসাত্মক বিতর্ক হয়েছে। এ সময় সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার সংসদ সদস্যপদ বহাল থাকা নিয়েও আলোচনা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে কোনো না কোনো সংসদীয় কমিটিতে রাখতে হয়। স্থায়ী কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের তালিকায় গাজী নজরুলের নাম না থাকায় এবং অন্য দুটি কমিটিতে আপত্তি থাকায় তাকে অন্য একটি কমিটিতে রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, শুধু দল থেকে বহিষ্কার করলেই একজন সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হয় না। সদস্য নিজে পদত্যাগ না করলে বিষয়টি ভিন্নভাবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করতে হয়। এ সময় তিনি বিরোধী দলকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের পক্ষে ভোট না দিয়ে গাজী নজরুল ইসলাম যে বিরত ছিলেন, সেটিকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের আওতায় আনার সুযোগ থাকতে পারে। স্পিকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে সেই বিষয়টি উল্লেখ করে আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ‘এই বুদ্ধিটা বিনা পয়সায় দিলাম।’

জবাবে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাঝেমধ্যে এমন পরামর্শ দেন, যা তারা উপভোগ করেন। তিনি জানান, নৈতিক স্খলনের অভিযোগে গাজী নজরুল ইসলামকে আগেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার মতে, এমন একজন ব্যক্তিকে সংসদীয় কমিটিতে না রাখাই দৃষ্টান্ত হতে পারত।

পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিরোধীদলীয় নেতার অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদনের আগেই গাজী নজরুল ইসলামকে ওই কমিটি থেকে প্রত্যাহার করা হবে। তবে তিনি মন্তব্য করেন, এতে মনে হচ্ছে বিরোধী দল তার সংসদ সদস্যপদ বাতিলের চেয়ে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিতর্কের শেষ দিকে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট থাকলেও ভোটদানে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সেটি সরাসরি প্রযোজ্য কি না, তা ব্যাখ্যার বিষয়। তবে নৈতিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গাজী নজরুল ইসলামকে সংসদীয় কমিটি থেকে সরানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান তিনি।